একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া (ইঙ্ক)এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ বিষয়ে "বাংলাদেশী আর্কিটেকটস ইন অস্ট্রেলিয়া' র উদ্বেগ

আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া (ইঙ্ক) অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবেশেষে এশফিলড পার্কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ নির্মাণের অনুমতি পেয়েছে। একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া (ইঙ্ক) এর সম্প্রতি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমরা জেনেছি এই স্মৃতি সৌধ নির্মাণের 'প্রসাশনিক সকল কাজ সম্পন্ন প্রায়।' এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে স্মৃতি সৌধের মডেলের ছবিও দেয়া হয়েছে।

নির্বাচিত মডেল

একুশে একাডেমীর এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের কথা সূচনা লগ্নে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্মৃতি সৌধের জন্য ডিজাইন আহ্বান করা হয়েছিল। যদিও ডিজাইন জমা দেয়ার জন্য খুবই অল্প সময় দেয়া হয়েছিল তবুও উৎসাহিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস রত সব বাঙালি। আরও বেশী উৎসাহিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়

বসবাস রত ২৬ জন বাংলাদেশী স্থপতি এবং পাঁচেরও অধিক চারু শিল্পী। উল্লেখ্য, ডিজাইন আহ্বানের সাথে কোন স্পেসিফিকেশান বা নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

এখানে বাংলাদেশী স্থপতিদের "বাংলাদেশী আর্কিটেকটস ইন অস্ট্রেলিয়া" (বি এ এ) নামে একটি সংগঠন আছে। এই সংগঠনের সদস্য বেশ কিছু স্থপতিদের রয়েছে নগর পরিকল্পনা এবং আরবান ডিজাইন এ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আনেক বছরের অভিজ্ঞতা। বি এ এ এর প্রতিনিধি হিসেবে এবং একজন প্রবীনতম স্থপতি/নগর পরিকল্পনাবিদ হিসেবে আমি অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে একুশে একাডেমী কে এই উদ্যোগের জন্য প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানিয়ে ডিজাইন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম। উত্তরে, একাডেমীর সভাপতি নির্মল পাল আমার সাথে টেলিফোনে কথা বলেন কিন্তু ডিজাইনের স্পেসিফিকেশান গুলো সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন নি। বোঝা গেল যে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই ভাবেন নি। এবং এও বোঝা গেল যে যেহেতু একাডেমীর সদস্যদের মাঝে ডিজাইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার কেউ নেই, সেহেতু তাঁরা এশফিলড কাউনসিলের ম্যানেজার এর উপর নির্ভর করে আছেন। বিস্ময়ের সাথে জানলাম, ডিজাইনের ব্যাপারে ম্যানেজার তাদের সাইনবোর্ড লেখক কে নিযুক্ত করেছেন।

একজন বাঙালি স্থপতি হিসেবে আমি যে তাগিদ অনুভব করেছিলাম তার ই তাড়নায় আমি একুশে একাডেমীর সভাপতিকে একটি ভাল এবং যথপোযুক্ত ডিজাইনের জন্য একটি গাইডলাইন তৈরীর প্রস্তাব দেই। এ ব্যাপারে কাউনসিলের সাথে বসে একটা যথপোযুক্ত ডিজাইন গাইডলাইন তৈরীর জন্য টেকনিক্যাল বিষয়ে বি এ এর সর্বাত্বক সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছি তাঁকে। সংগত কারণেই আমি ডিজাইন জমা দেবার সময় বারানোর জন্য অনুরোধ করেছি।

একুশে একাডেমীর সভাপতি অতি উৎসাহ ভরে প্রায় এক ঘন্টা আমার সাথে কথা বলেন এবং এও বলেন যে আমার প্রস্তাবগুলো তিনি তঁদের কমিটিকে জানাবেন এবং এশফিলড কাউনসিলের সাথে নেগোসিয়েশানে ব্যবহার করবেন। তার পর তিনি আর কোন যোগাযোগ করেননি। সেদিন একাডেমীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম স্মৃতি সৌধের মডেলের ছবি, আপনারাও দেখেছেন। আমরা জানতেও পারিনি কখন উৎসাহী বাঙালিদের ডিজাইন জমা হল, কে ডিজাইন পছন্দ করল, ডিজাইন পছন্দের ক্রাইটেরিয়া কি ছিল। হেরিটেজ নথীভূক্ত এশফিলড পার্কের কোথায় তৈরী হবে এই স্মৃতি সৌধ সে বিষয়ে আমরা কিছু জানতে পারিনি।

একুশে একাডেমীর এ হেন ব্যবহারে স্থপতি ও শিল্পী সমাজ ব্যক্ত করেছেন দারুণ হতাশা, কারণ নির্বাচিত ডিজাইন টি তে নেই কোন স্থাপতিক শৈলী, নেই কোন নন্দন তাত্বিক মূল্যবোধ, নেই কোন কন্টেকস্টচুয়াল রেফারেনস।

আমরা স্থপতি ও শিল্পী সমাজ নৈতিক তাগিদের কারণে, একুশে একাডেমীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি, এটি এখন আর একুশে একাডেমীর গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তাই আপনারা এতদূর এগিয়ে শুধু মাত্র নির্মাণের খাতিরে যেন তেন ভাবে একটা কিছু দাঁড় করাতে পারেন না, কারণ এটির সংগে এখন জড়িয়ে আছে বাঙালি হৃদয়ের গভীরতম আবেগ।

জিয়া আহমেদ, স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ
বাংলাদেশী আর্কিটেকটস ইন অস্ট্রেলিয়া (বি এ এ) এর পক্ষে